গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা।

গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা।

কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩

কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
০১।	ভূমিকা	০১
০২।	শিরোনাম	০১
০৩।	সংজ্ঞা	০১
০৪।	সকল শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণ বিষয়াবলী	০২
০৫।	রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কার্যালয় ও বাসভবন, বঙ্গভবন এবং গণভবন বা বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই (KPI) সমূহের নিরাপত্তা বিষয়াবলী	০৬
০৬।	"১ক" শ্রেণী কেপিআইয়ের নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	১২
০৭।	"১খ" শ্রেণীর কেপিআইয়ের নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	১৬
০৮।	"১গ" শ্রেণীর কেপিআইয়ের নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	১৮
০৯।	২য় শ্রেণীর কেপিআইয়ের নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	২০
১০।	কেপিআই হতে অন্যান্য স্থাপনার দূরত্ব নির্ধারণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াবলী	২২
১১।	কেপিআইসমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মকর্তার কর্তব্য	২৩
১২।	কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান (Vulnerable Point) সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিষয়াবলী।	২৩

২—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
নিরাপত্তা-৩ শাখা।

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৩৬.১০.০০৮.১২-৬৯ তারিখ : ০৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ

বিষয় : কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩।

দেশের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে কেপিআইয়ের নিরাপত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে এসকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে ১৯৯৭ সনে ইংরেজিতে প্রণীত "Instruction For Security of KPI in Bangladesh হালনাগাদকরণ" ও বাংলা ভাষায় প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপটের দৃষ্টিকোণ থেকে কেপিআই নীতিমালাটি তৈরি করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কেপিআইডিসি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কার্যালয় এবং সরকারি বাসভবন অথবা তাঁরা যেখানে বাস করবেন, সেসব স্থাপনাকেও বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই হিসেবে নতুন নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশের বিভিন্ন কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত, কেপিআইডিসি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩ জারী করা হল।

৩। বর্ণিত অবস্থায় বাংলাদেশের প্রতিটি কেপিআইয়ের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল।

সি.কিউ.কে মুস্তাক আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিতরণ ঃ
১। সচিব .... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
২। চেয়ারম্যান / মহাপরিচালক / পরিচালক .... সংস্থা / অধিদপ্তর / পরিদপ্তর।

কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩

ভূমিকা: কেপিআই **(Key Point Installation)** বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশের কেপিআইয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর সামগ্রিক জাতীয় নিরাপত্তা অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ কারণে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে ১৯৯৭ সালে ইংরেজিতে প্রণীত কেপিআইয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালাটি নিম্নরূপে হালনাগাদকরণ ও বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হয়।

১. **শিরোনাম:** এ নীতিমালা **কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩** নামে অভিহিত হবে।

২. **সংজ্ঞা:**

২.১. **কী পয়েন্ট ইনস্টলেশন (কেপিআই)** অর্থ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কোনো প্রতিষ্ঠান/কারখানা/ জনস্বার্থে ব্যবহৃত স্থাপনা যেগুলো দেশের যুদ্ধ সামর্থ্য অথবা জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং যা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশের যুদ্ধ কিংবা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বা জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২.২. **কেপিআইডিসি (KPI Defence Committee)** অর্থ কেপিআইসমূহের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পরিচালনার জন্য গঠিত পর্ষদ।

২.৩. **কেপিআই জরিপ কমিটি (KPI Survey Team)** অর্থ কেপিআইসমূহ জরিপ করার জন্য গঠিত কমিটি।

২.৪. **আঙ্গিনা নিরাপত্তা (Security of Premises)** অর্থ কোনো স্থাপনার বাইরের ও অভ্যন্তরের স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

৩. **কেপিআইয়ের গুরুত্ব:**

৩.১. কেপিআই (KPI) সর্বদাই যে কোনো একটি দেশ/জাতির অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্তর্ঘাত (Sabotage) এমন একটি কৌশলগত কার্যব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি দেশ/জাতির সুরক্ষার ক্ষমতা দুর্বল বা ধ্বংস করা যায়। যুদ্ধ প্রতিরক্ষা একটি অপরিহার্য সার্বজনীন ব্যবস্থা। যা প্রত্যেক দেশ ও জাতি গ্রহণ করে থাকে। প্রতিরক্ষা কেপিআইসমূহের সেসব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও স্থাপনাসমূহ অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সচেষ্ট থাকে, সেগুলো ধ্বংস হলে কোনো দেশের যুদ্ধ প্রতিরক্ষা ক্ষমতা হ্রাস পায়/বিনষ্ট হয়।

৩.২. একটি সংস্থার কিছু মৌলিক নীতির পাশাপাশি অতিরিক্ত বিশেষায়িত কিছু চাহিদা/ নির্দেশনা/নিয়মনীতি থাকে যা উক্ত সংস্থার সকল সদস্যের অনুসরণযোগ্য। বিভিন্ন কেপিআইসমূহের গঠন ও প্রকৃতির ভিন্নতা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/স্থাপনায় নিয়োজিত সকল জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা যায়।

৩.৩. এ নির্দেশাবলীতে সন্নিবেশিত বিষয়বস্তুসমূহকে ন্যূনতম রূপরেখা হিসেবে ভিত্তি করে দেশের যে কোনো কেপিআইয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এই নির্দেশাবলী যে কোনো কেপিআইয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিধান সম্পর্কিত একটি মৌলিক নির্দেশনা মাত্র। সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের স্ব স্ব ভারপ্রাপ্ত/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষই উক্ত কেপিআইয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

৩.৪. আঙ্গিনা নিরাপত্তার ২টি দিক:-

বহিঃ নিরাপত্তা (External Security) এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security)।

উভয় অংশ পরস্পর একে অপরের পরিপূরক এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দ্বৈততাও থাকতে পারে।

৪. **সকল শ্রেণীর KPI নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণ বিষয়াবলী :**

৪.১. একজন মনোনীত বা নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিটি KPI এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

৪.২. সময়ে সময়ে প্রণীত কেপিআই নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল নির্দেশাবলী যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.৩. ঝুঁকিপূর্ণ স্থান (Vulnerable Point) কেপিআইয়ের সাধারণ এলাকা হতে পৃথক (Segregate) রাখতে হবে। এ সকল ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে (Need to Visit) নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার এবং সার্বক্ষণিক প্রহরার ব্যবস্থা থাকতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২ দ্রষ্টব্য)।

৪.৪. কেপিআইসমূহে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশ/এসবি কর্তৃক প্রাক-পরিচয় যাচাই যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৪.৫. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেপিআইসমূহে কর্মরত বিদেশী নাগরিকগণের গতিবিধি/কর্মকান্ড নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনার জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এ সকল বিদেশী নাগরিকগণের গতিবিধি/কর্মকান্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। এ সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪.৬. প্রত্যেকটি কেপিআইয়ের নিরাপত্তা বেষ্টনী মজবুত প্রাচীর/বেড়া দ্বারা তৈরি নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৭. কেপিআইসমূহে রাতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নৈশ টহল/প্রহরার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.৮. কেপিআই চত্বরে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন এবং এর কার্যকারিতা নিশ্চিতকল্পে নিকটতম ফায়ার সার্ভিসের সমন্বয়ে ন্যূনতম বছরে ২ (দুই) বার মহড়া করতে হবে।

৪.৯. কেপিআইয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সংযোগ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.১০. কেপিআইয়ের শ্রেণীভেদে অভ্যন্তরে প্রবেশ ও বহির্গমন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.১১. কেপিআই এলাকায় কোনো ধরণের অবৈধ স্থাপনা যাতে নির্মিত না হয় সে ব্যপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকবে এবং এ ধরণের কোনো অবৈধ স্থাপনা বিদ্যমান থাকলে অথবা নির্মিত হলে তা উচ্ছেদের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবেন। এর ব্যতয় হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দায়ি হবেন।

৪.১২. পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে কর্তব্যরত নিরাপত্তা কর্মী দ্বারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) করতে হবে- যাতে অননুমোদিত/অনাকাঙ্খিত প্রবেশ রোধ করা যায়।

৪.১৩. বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.১৪. কেপিআইয়ের সকল স্থাপনাকে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় এবং ভূমিকম্পের প্রাথমিক ধাক্কা সহ্য করতে সক্ষম এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে।

৪.১৫. ভৌত নিরাপত্তার (Physical Security) জন্য শ্রেণীভেদে কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীরের চারপাশে প্রতিবন্ধক (Barrier) নির্মাণ করতে হবে।

৪.১৬. প্রতিটি কেপিআইয়ের নিজস্ব আলাদা নিরাপত্তা ম্যানুয়াল থাকতে হবে যার একটি কপি কেপিআইডিসির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৪.১৭. কেপিআইসমূহ আকাশ অথবা অধিক দূরত্ব থেকে সহজে লক্ষবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করার অনুপযোগী করে গড়তে হবে।

৪.১৮. দর্শনার্থীদের বিশদ তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য অভ্যর্থনা কক্ষে একটি রেজিস্টার চালু রাখতে হবে।

৪.১৯. সাক্ষাৎ প্রার্থী অতিথিদের পাস ইস্যু ও প্রয়োজনে এসকর্ট পদ্ধতি চালু করতে হবে।

৪.২০. ফটকে নিরাপত্তা তল্লাশির ব্যবস্থা (ব্যক্তি/যানবাহন/বস্তু) নিশ্চিত করতে হবে।

৪.২১. কেপিআইয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয় এবং গোপনীয় নথিপত্র নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য দেশে-বিদেশে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২২. কেপিআইসমূহের বিদ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা/নিরীক্ষার জন্য স্ব স্ব বিভাগীয় নিরাপত্তা কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি ন্যূনতম ০২ (দুই) মাসে একবার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং কেপিআই জরিপ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন ইত্যাদির বিষয়ে সভা করে সভার কার্যবিবরণী কেপিআইডিসির নিকট প্রেরণ করবে এবং জরিপ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের আগ্রগতি প্রতিবেদন জরিপ কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

৪.২৩. জরিপ কমিটির সুপারিশমালা/নির্দেশনাসমূহ সরকার/স্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.২৪. জরিপ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের শিথিলতা পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।

৪.২৫. বিশেষ শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর কেপিআইর নিরাপত্তার জন্য বিশেষায়িত পুলিশী ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিশেষ শ্রেণী ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে এই পুলিশী ব্যবস্থার যাবতীয় ব্যয়ভার স্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে রেডবুকের নীতিমালা অনুসরণ করবে।

৪.২৬. সকল শ্রেণীর কেপিআইয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও নথিপত্রের নিরাপত্তা বিধানকল্পে "The Official Secrets Act, 1923" সহ সরকারের অন্যান্য প্রচলিত আইন অনুসরণ করতে হবে।

৪.২৭. কেপিআইডিসি (KPI Defence Committee) এর গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ

৪.২৭.১. **কেপিআইডিসির গঠন ঃ**

(১)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	বিশেষ পুলিশ সুপার (কেপিআই), এসবি	সদস্য
(৪)	যুগ্ম পরিচালক (কেপিআই এন্ড সি), এনএসআই	সদস্য
(৫)	সার্ভে অব বাংলাদেশের প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	এসএসএফের প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	ডিজিএফআইয়ের প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

৪.২৭.২. **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(১) নতুন কোনো স্থাপনাকে কেপিআই তালিকাভুক্তির সুপারিশকরণ।

(২) যে কোনো কেপিআইয়ের মান উন্নীতকরণ অথবা অবনমিতকরণ বিষয়ে সুপারিশকরণ।

(৩) বিদ্যমান কেপিআইয়ের তালিকা থেকে কোনো স্থাপনার নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশকরণ।

(৪) কেপিআই নীতিমালা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ যে কোনো নতুন স্থাপনা যেমন ইমারত, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, সুয়েরেজ, টানেল, ফ্লাইওভার ইত্যাদি নির্মাণের ছাড়পত্র প্রদান।

(৫) কেপিআইর অভ্যন্তরে নতুন কোনো স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসি কর্তৃক অনুমতি প্রদান।

(৬) এ কমিটি প্রতি ০২ (দুই) মাসে ন্যূনতম ১টি সভা অনুষ্ঠান করবে।

৪.২৮. দেশের প্রত্যেক বিভাগের জন্য একটি করে এবং প্রত্যেক মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য একটি করে কেপিআই জরিপ কমিটি বা **KPI Survey Team** থাকবে। কেপিআই জরিপ কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ

৪.২৮.১. **কেপিআই জরিপ কমিটির গঠন ঃ**

(১)	ডিআইজি/অতিরিক্ত ডিআইজি (সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ) এসএস (কেপিআই/সিটিএসবি), সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন এলাকা)	সভাপতি
(২)	সেনাবাহিনীর এজন মেজর/ক্যাপ্টেন পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	একজন বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর (শুধুমাত্র গ্যাস ও তৈল স্থাপনার জন্য)	সদস্য
(৬)	এএসপি (সংশ্লিষ্ট সার্কেল/সিটিএসবি/কেপিআই)	সদস্য-সচিব।

৪.২৮.২. **কেপিআই জরিপ কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(১) সকল শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিম্নোক্তভাবে জরিপ করতে হবে ঃ

(ক) বিশেষ শ্রেণীভুক্ত স্থাপনাসমূহ বছরে ২ (দুই) বার;

(খ) ১(ক) ও ১(খ) শ্রেণীভুক্ত স্থাপনাসমূহ বছরে ২ (দুই) বার;

(গ) ১(গ) শ্রেণীভুক্ত স্থাপনাসমূহ বছরে ১ (এক) বার;

(ঘ) ২য় শ্রেণীভুক্ত স্থাপনাসমূহের ২ (দুই) বছরে একবার।

(২) গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ জরিপ করা।

(৩) গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণকালে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নির্মাণ পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকা।

(৪) নির্মাণাধীন স্থাপনাসমূহের জন্য সুপারিশকৃত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি সম্পর্কিত জরিপ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রণীত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কেপিআই নিরাপত্তা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ।

(৫) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে কেপিআইডিসিকে পরামর্শ প্রদান;

(ক) কেপিআই তালিকায় নতুন স্থাপনার নাম অন্তর্ভুক্ত করা;

(খ) তালিকাভুক্ত কেপিআইয়ের শ্রেণী পরিবর্তনের প্রস্তাব করা;

(গ) তালিকাভুক্ত কোন কেপিআইয়ের নাম কেপিআই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া।

(৬) সকল শ্রেণীভুক্ত কেপিআইসমূহের অবাস্তবায়িত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক তা প্রত্যেক বছরের ৩১ জানুয়ারি ও ৩০ জুন তারিখের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কেপিআইডিসির সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

তাছাড়া, আতিরিক্ত আইজিপি স্পেশাল ব্রাঞ্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে কেপিআইডিসির সাথে কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫. **বিশেষ শ্রেণী ঃ**

রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কার্যালয় ও বাসভবন (বঙ্গভবন এবং গণভবন) বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই হিসেবে বিবেচিত হবে। এ নীতিমালাকে বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা নীতিমালা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।

বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহের কার্যক্রম ও সেবা দেশের যুদ্ধ সামর্থ্য ও জাতীয় গুরুত্বের দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও যুদ্ধ সামর্থ্য বা প্রতিরক্ষা কিংবা জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিম্নোক্ত প্রধান ৪টি ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) আঙ্গিনা নিরাপত্তা (Security of Premises);

(২) কর্মকর্তা/কর্মচারী বিষয়ক নিরাপত্তা (Security of Personnel);

(৩) তথ্য ও দলিলপত্রের নিরাপত্তা (Security of information and Documents) এবং

(৪) বিবিধ (Miscellaneous)।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো তদারকির জন্য এসএসএফের সমন্বয়ে প্রতিটি বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি গঠিত হবে। উক্ত নিরাপত্তা কমিটিতে মহাপরিচালক, এসএসএফ বা তার উপযুক্ত প্রতিনিধি কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। ভিভিআইপি নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে চেয়ারম্যান উক্ত বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি গঠন করবেন। উক্ত কমিটি জরিপ কমিটির সুপারিশের অগ্রগতি ০২ (দুই) মাস অন্তর কেপিআইডিসি ও জরিপ কমিটিকে প্রেরণ করবে।

৫.১. **আঙ্গিনা নিরাপত্তা (Security of Premises) ঃ**

আঙ্গিনা নিরাপত্তার ২টি দিক ঃ

বহিঃনিরাপত্তা (External Security) এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security)। উভয় প্রকারের নিরাপত্তামূলক রূপরেখা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

৫.১.১. **বহিঃনিরাপত্তা (External Security)**

৫.১.২. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহের চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা হবে ৪.২ মিটার (১২ ফুট) এবং তার উপর ১.০৫ মিটার (৩ ফুট) ওয়াই (Y) আকৃতির কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করতে হবে। নিরাপত্তার স্বার্থে চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রমিত (Standard) উচ্চতায় ০.৯৬২৫ মিটার (৩৩ ইঞ্চি) আরসিসি ঢালাই দিতে হবে তবে বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা কমিটি উপযোগিতা যাচাইপূর্বক আরসিসি ঢালাই সংক্রান্ত বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৫.১.৩. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের চতুর্দিকের নিকটস্থ দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত সুউচ্চ ইমারতগুলো যেখান থেকে ছবি তোলা যায় বা যেসব স্থান বন্দুক/আগ্নেয়াস্ত্রের নিশানার (Sniper attack) আওতায় পড়ে তার উপর নজরদারির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১.৪. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে স্থাপনার সীমানা প্রাচীর হতে ২৫ মিটারের মধ্যে কোনো ভবন/স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। তবে কেপিআইডিসির অনুমতি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ একতলা ভবন/স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে।

৫.১.৫. সীমানা প্রাচীর থেকে ১৫০ মিটারের মধ্যে দু'তলার (৮.৭৫ মিটার) অধিক কোন সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করা যাবে না।

৫.১.৬. সীমানা প্রাচীরর বাইরে ১৫০ মিটার থেকে ৩০০ মিটারের মধ্যে ৮.৭৫ মিটারের (২৫ ফুটের) অধিক উচ্চতাসম্পন্ন ভবন নির্মাণ করতে হলে কেপিআইডিসির মতামত গ্রহণ করতে হবে। তবে বঙ্গভবন, গণভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের ৫০০ মিটারের মধ্যে ৮.৭৫ মিটারের অধিক উচ্চতাসম্পন্ন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির মতামত ছাড়াও বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৫.১.৭. কেপিআই সার্ভে টীম কর্তৃক ০৬ (ছয়) মাস অন্তর বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই জরিপ করে আঙ্গিনা নিরাপত্তার ত্রুটি চিহ্নিতপূর্বক তা দূর করার জন্য এসএসএফের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরপত্তা কমিটিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করে কেপিআইডিসির'র সভাপতি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

৫.১.৮. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের চতুর্দিকের সীমানা দেয়ালের ভিতরে ও বাইরে ১.৭৫ মিটারের (৫ ফুটের) মধ্যে অবস্থিত গাছপালা কেটে পরিষ্কার করাসহ বৈদ্যুতিক লাইট পোস্ট ও টেলিফোন পোস্ট (যদি থাকে) সরিয়ে নিতে হবে।

৫.১.৯. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে বাইরে থেকে সংযুক্ত কোনো স্যুয়ারেজ লাইন থাকলে (যার মধ্য দিয়ে মানুষ/অন্য কোনো প্রাণি প্রবেশ করতে পারে) তা স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনো ধরনের টানেল (Tunnel) বা অনুরূপ লাইন কেপিআইয়ের মাটির নিচ দিয়ে তৈরির ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির ছাড়পত্র নিতে হবে। সীমানা প্রচীর থেকে ৩০ মিটার বা ততোধিক দূরত্ব হতে কোনো প্রকার সুড়ঙ্গপথ তৈরি করে যাতে কেউ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের বাইরে গোয়েন্দা সংস্থার নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।

৫.১.১০. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহে গেইটের সংখ্যা যুক্তিসংগতভাবে কম হতে হবে এবং জরুরি প্রয়োজনে অন্যান্য গেইট (যদি থাকে) ব্যবহার করা হলে, তা প... সীলগালা করে বন্ধ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে।

৫.১.১০(১) গেইটসমূহ অত্যন্ত সুরক্ষিত ও সীমানা দেয়ালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতাসম্পন্ন হতে হবে।

৫.১.১০(২) সংশ্লিষ্ট ফেন্সিং/কাঁটা তারের বেড়া এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যেন তা ডিঙ্গিয়ে কোনোক্রমেই কেউ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে।

৫.১.১০(৩) অবৈধ প্রবেশ রোধে গেইটের পাদদেশে কোনো ফাঁক রাখা যাবে না। গেইটের নিম্নাংশে ভূমির দূরত্ব খুব কম হতে হবে।

৫.১.১০(৪) কেপিআইয়ের অভ্যন্তর থেকে বাইরের সবকিছু দৃষ্টিগোচর/দৃশ্যমান হওয়ার জন্য গেইট সংলগ্ন উচ্চ নিরাপত্তা চৌকি বা গেইটে যুক্তিসংগত বড় ধরণের ফাঁক (Aperture) থাকতে হবে যাতে কেউ গেইটে এলে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

৫.১.১১. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের উপর দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার বা কোনো ফ্লাইওভার নির্মাণ করা যাবে না।

৫.১.১২. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই সংলগ্ন এলাকায় পার্ক/ইমারত/সড়ক ইত্যাদি পর্যাপ্ত আলোকিতকরণসহ সেখানে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বাহিনীর পাহারার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১.১৩ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের মূল গেইট হতে শুরু করে ভবন এলাকার চারদিকে বিশেষ করে রেড জোনে কারিগরী যন্ত্রপাতি দ্বারা, ম্যানুয়ালি এবং ক্ষেত্র বিশেষে ডগ স্কোয়াডের মাধ্যমে দৈনিক একাধিকবার পরীক্ষা করতে হবে।

৫.১.১৪. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কার্যালয় এবং বাসভবনকে No Flying Zone হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এ সংক্রান্ত বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাথে সমন্বয় এবং পরামর্শপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৫.২. **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security) :**

৫.২.১. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক PGR (Presidential Guard Regiment) বিশেষভাবে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করতে হবে।

৫.২.২. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশের ইউনিট ন্যূনতম ২ (দুই) বছরের জন্য নিয়োজিত রাখতে হবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে অথবা কর্তব্য কাজে শৈথিল্য বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার কারণে কোনো সদস্যকে যে কোন সময় বদলি অথবা তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট সকল নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য সম্পর্কে বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি অনুরূপ পরামর্শ দিতে পারবে।

৫.২.৩. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন কমপক্ষে ৫.২৫ মিটার হতে ৭ মিটার (১৫ হতে ২০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রহরা চৌকি (Guard Post) নির্মাণ করতে হবে, যাতে প্রাচীরের সকল দিক দৃষ্টি সীমার মধ্যে থাকে।

৫.২.৪. প্রহরা চৌকিতে বাইনোকুলারসহ সশস্ত্র অবস্থায় নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিতকরণ এবং কার্যালয়ের চতুর্দিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরাপত্তা সদস্য কর্তৃক দিনে-রাতে টহলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫.২.৫. নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ শ্রেণী কেপিআইয়ের দরজা জানালা অত্যন্ত মজবুত করে নির্মাণ (Robust Construction) করতে হবে।

৫.৩. **কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিরাপত্তা (Security of Personnel) :**

৫.৩.১. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ে নিয়োজিত সকল সামরিক/বেসামরিক কর্মকর্তা/ কর্মচারীর প্রাথমিক নিরাপত্তা প্রতিপালন (Security Verification) করতে হবে। এ ছাড়া ডিজিএফআই, এনএসআই, ও এসবির মাধ্যমে ৬ (ছয়) মাস অন্তর তাদের নিরাপত্তা ভেটিং (Security Vetting) করাতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রতিপালন যে কোনো সময় করা যাবে। রেডবুকের নীতিমালা অনুসরণ করে ভেরিফিকেশন/ভেটিং করতে হবে।

৫.৩.২. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কার্যালয়ের ন্যায় বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইতে কর্মরত যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি ঐ পদ হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশসহ তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেবে।

৫.৩.৩. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত সকল সংস্থার সদস্যদের নিয়োগের পূর্বে রেডবুকের বিধি অনুসারে এনএসআই, ডিজিএফআই ও এসবি দ্বারা নিরাপত্তা প্রতিপাদন (Verification) এবং বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইতে নিয়োজিতকালীন ৬ (ছয়) মাস অন্তর নিরাপত্তা ভেটিং করাতে হবে।

৫.৩.৪. ভিআইপিগণের অবস্থানের এলাকায় নিয়োজিত এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দিষ্ট প্রকার (বিভিন্ন নকশা বা রং সম্বলিত) পরিচয়পত্র বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি কর্তৃক ইস্যু করা ও তা দৃশ্যমান অবস্থায় ঝুলিয়ে রেখে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৩.৫. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইতে কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর নজর রাখবে এবং আকস্মিকভাবে পরিদর্শন (Surprise Visit) করবে।

৫.৩.৬. নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং ক্ল্যাসিফাইড বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুমোদিত প্রশিক্ষণ স্কুল (এনএসআই, এসএসএফ, ডিজিএফআই ও এসবি বা সংশ্লিষ্ট দেশি/বিদেশী প্রতিষ্ঠান) থেকে পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৪. **দলিলপত্রের নিরাপত্তা (Security of Document) :**

গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও নথিপত্রের নিরাপত্তা বিধানকল্পে "The official Secret Act, 1923"সহ সরকারের অন্যান্য প্রচলিত আইন অনুসরণ করতে হবে।

৫.৫. **বিবিধ (Miscellaneous) :**

৫.৫.১. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গোয়েন্দা নজরদারী অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে এনএসআই, ডিজিএফআই এবং এসবির বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি ইন্টেলিজেন্স সেল গঠন করতে হবে। এ ইন্টেলিজেন্স সেল ভিভিআইপিদের ব্যক্তি নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্য যথাশীঘ্র এসএসএফ-কে অবহিত করবে। ইন্টেলিজেন্স সেলের দাপ্তরিক কার্যক্রম ও দপ্তরের অবস্থান সংক্রান্ত বিশেষ শ্রেণীর কেপিঅইয়ের নিরাপত্তা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৫.২. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রবেশকারী অতিথির নাম, ঠিকানা, আগমন ও প্রস্থানের সময়, উদ্দেশ্য এবং সাক্ষাৎপ্রর্থীর নাম/পদবি ইত্যাদি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার/কম্পিউটারে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে। বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে। সময় সময় নিরাপত্তা কমিটি উক্ত প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার/কম্পিউটার পরীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।

৫.৫.৩. স্বাক্ষাৎ প্রার্থী অতিথিদের পাস ইস্যু ও প্রয়োজনে এসকর্ট পদ্ধতি চালু করতে হবে।

৫.৫.৪. ফটকে নিরাপত্তা তল্লাশির ব্যবস্থা (ব্যক্তি/যানবাহন/বস্তু) নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৫.৫. ফটকে প্রবেশকারী/দর্শনার্থীদের মেটাল ডিটেকটর, আর্চওয়ে মেশিন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের দ্বারা দেহ তল্লাশিসহ ব্যাগ/বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র (ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে) স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা চেক করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল দ্রব্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় তা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৫.৫.৬. নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের অস্ত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা অস্ত্র অথবা কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বসহ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলের জন্য ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

৫.৫.৭. কারিগরী যন্ত্রপাতি ও ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে গাড়ি তল্লাশির ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এবং গাড়ি প্রবেশের পূর্বে যথাযথ তল্লাশিসহ গাড়ির নম্বর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার/কম্পিউটারে রেকর্ড করতে হবে। এছাড়া প্রবেশ পথে গাড়ির গতি নির্ধারণ করে গতি নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

৫.৫.৮. ব্যাংক, পোস্ট অফিস, ক্যান্টিন ও মসজিদ এলকায় প্রয়োজনবোধে দেয়া নির্মাণপূর্বক বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই ভবন থেকে পৃথক প্রবেশ পথ তৈরি করতে হবে। উক্ত স্থানসমূহে মেইন গেইটের পরিবর্তে বিকল্প প্রবেশ পথ (সুযোগ থাকলে) ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৫.৯. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের অভ্যন্তর ও বাইরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে/কক্ষে/সড়কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি স্থাপনের মাধ্যমে যান্ত্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালুকরণ এবং বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি কর্তৃক সিসিটিভি মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৫.১০. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই সংলগ্ন সড়ক/রাস্তাসমূহ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ পথচারী চলাচল/ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ/বন্ধ করতে পারবে।

৫.৫.১১. ইলেকট্রনিক/বৈদ্যুতিক বিপদ সংকেতের (স্বয়ংক্রিয় সাইরেন/স্মোক ডিটেক্টর/ফায়ার সিগন্যাল) ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপত্তার স্বার্থে রেড জোনে ও গ্রীন জোনে স্মোক ডিটেক্টর ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি ০৩ (তিন) মাস অন্তর বিপদ সংকেত মহড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৫.৫.১২. যে কোনো দুর্ঘটনারোধে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও স্যুয়ারেজ লাইন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিমাসে একবার পরীক্ষা নিরীক্ষা নিশ্চিত করবে।

৫.৫.১৩. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের রেডবুকের প্রতিটি কক্ষের চাবি নির্ধারিত চাবির বাক্সে জমা থাকবে। চাবি জমা/গ্রহণের সময় এবং গ্রহীতার স্বাক্ষর ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৫.৫.১৪ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের পরিসীমার অভ্যন্তরে/আঙ্গিনায় ভিভিআইপি/ভিআইপিগণের গাড়ি নির্দিষ্ট গ্যারেজে রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য দর্শনার্থী/ অতিথিবৃন্দের গাড়ি প্রবেশ দ্বারের অভ্যন্তরে পৃথক এলাকায় নিরাপদ দূরত্বে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.১৫ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিধায় স্থাপনার কোনো ছবি/ফটোগ্রাফ আকাশ আলোকচিত্র নিরাপত্তা কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে ধারণ করা যাবে না।

৫.৫.১৬ নিরাপত্তা চৌকিগুলোতে আন্তঃযোগাযোগের নিমিত্ত ইন্টারকম, ওয়াকিটকি বা অনুমোদিত মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.১৭ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা কমিটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত এসওপি (Standing Order of Procedure) জারী করে প্রত্যেকের করণীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সুস্পটভাবে উল্লেখপূর্বক তাদেরকে তা অবহিত করে মাঝে-মাঝে মহড়ার ব্যবস্থা করবে।

৫.৫.১৮ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যানবাহন, পর্যাপ্ত সংখ্যক সরঞ্জাম এবং ফায়ার ফাইটিং পয়েন্ট থাকতে হবে। পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.১৯ কেপিআইয়ের অভ্যন্তর ও বাহিরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ (Power Supply) নিশ্চিতকল্পে বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে। কেপিআই এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.৫.২০ অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত পিডব্লিউডি, ওয়াসা, বিদ্যুৎ বিভাগসহ অন্যান্য সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি পরিচয়পত্র প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে তা দৃশ্যমানভাবে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.২১ নাশকতামূলক কর্মকান্ড রোধকল্পে স্থাপনা সম্পর্কে যে কোন ধরনের স্থপত্য নকশা/তথ্য প্রচার/প্রকাশের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে প্রচার/প্রকাশ করা যাবে।

৫.৫.২২ যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনারোধে কিংবা জরুরি প্রয়োজনে Evacuation Plan থাকতে হবে। বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি উক্ত উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

৫.৫.২৩ ভিভিআইপির নিরাপত্তাসহ অন্যান্য কার্যক্রম যে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে তার (বিশেষ সফটওয়ার ব্যবহার করে পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে) নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি কম্পিউটার অপারেটর ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ/মনিটর/ ভেটিং করতে হবে।

৫.৫.২৪ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি সময় সময় নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে নিম্নোক্ত বিষয়ে অবহিত/ নির্দেশ প্রদান করবে :

(১) হুমকির প্রকৃতি;

(২) নাশকতাকারীর সম্ভাব্য টার্গেট;

(৩) আক্রমণের সম্ভাব্য ধরনসমূহ;

(৪) প্রতিরোধ পদ্ধতি;

(৫) ঘটনাত্তোর কার্যক্রম।

৬. **'১ক' শ্রেণী**

'১ক' শ্রেণীভুক্ত কেপিআইসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ দেশের যুদ্ধ সামর্থ ও জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসামর্থ কিংবা প্রতিরক্ষা বা জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

"১ক" শ্রেণীভুক্ত KPI এর নাশকতা এবং অর্ন্তঘাতমূলক কার্যক্রম রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা :

৬.১ **বহিঃ নিরাপত্তা (External Security) :**

৬.১.১ কেপিআইয়ের সীমানায় ২০ (বিশ) মিটারের ভিতরে ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃ নিষ্কাশন লাইন/সুরঙ্গপথসহ যেকোন স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির মতামত /ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.২ কেপিআইসমূহের উপর দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইন টানা বা কোনো ফ্লাইওভার নির্মাণ করা যাবে না। তবে অনিবার্য ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য কেপিআইডিসির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৬.১.৩ কেপিআইসমূহের চতুর্দিকে অবস্থিত সুউচ্চ ইমারত/স্থাপনাসমূহের যেখান থেকে গোপনে ছবি তোলা যায় বা আগ্নেয়াস্ত্রের লক্ষবস্তুর আওতায় পড়ে তার উপর সার্বক্ষণিক নজরদারির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬.১.৪ কেপিআইসমূহের অভ্যন্তরে মাটির নিচ দিয়ে যে কোন ধরনের সুরঙ্গ/স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির ছাড়পত্র নিতে হবে।

৬.১.৫ কেপিআইসমূহের সীমানা প্রাচীর হতে ২০ (বিশ) মিটারের মধ্যে বিদ্যমান ইমারত/স্থাপনাসমূহকে কেপিআইডিসির নিকট হতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.৬ কেপিআইসমূহের চতুর্দিকে স্থাপিত সুউচ্চ ইমারতসমূহ থেকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.৭ **সীমানা প্রচীরঃ** কেপিআইসমূহকে সুরক্ষিত করতে চারদিকে নূন্যপক্ষে ২.৮ মিটার (০৮ফুট) উঁচু দেয়াল নির্মাণ করতঃ এর উপরে কমপক্ষে ০.৮৭৫ মিটার (২.৫ ফুট) Y (ওয়াই)আকৃতির কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ করতে হবে।

৬.১.৮ **নিরাপত্তা বেষ্টনী** : যে সকল স্থানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব নয় সে সকল স্থানে ১.৮ সিটার অথবা ২.৪ মিটার (৬ ফুট অথবা ৮ ফুট) ব্যবধানে খুঁটি স্থাপন করতঃ কাঁটা তারের নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খুঁটির উপিরভাগ বাইরের দিকে বাকাঁনো থাকা বাঞ্ছনীয়। নিরাপত্তা বেষ্টনী মূলত প্রাথমিক স্তরের ব্যবস্থা যা সহজেই কেটে, বাকিঁয়ে অথবা উপড়ে ফেলে হামাগুড়ি দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ সংলগ্ন এলাকা সার্বক্ষণিক পরিষ্কার দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.১.৯ **গেইটঃ** কেপিআইসমূহের গেইটের সংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখতে হবে এবং অব্যবহৃত গেইটসমূহ সীলগালা করে বন্ধ রাখতে হবে। যানবাহন কিংবা জরুরী অবস্থায় প্রবেশের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রধান গেইট ব্যবহার করতে হবে এবং স্বাভাবিক চলাচলের জন্য পকেট গেইট ব্যবহার করতে হবে।

৬.১.১০ গেইটসমূহ অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং সীমানা প্রাচীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতাসম্পন্ন হতে হবে। গেইটসমূহের উপরিভাগ সুরক্ষিত করতে পেরেক কিংবা তারকাঁটা স্থাপন করতে হবে।

৬.১.১১ অবৈধ প্রবেশ রোধে গেইটসমূহের নিম্নাংশ যথাসম্ভব ভূমির সন্নিকটে স্থাপন করতে হবে যাতে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে।

৬.১.১২ গেইটসমূহ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে কোনো ভাবেই তা সরানো কিংবা উঠানো না যায়।

৬.১.১৩ গেইটসমূহে উন্নতমানের তালা ও শিকল ব্যবহার করতে হবে এবং ছিটকিনি মজবুতভাবে ঝালাইকৃত হতে হবে।

৬.১.১৪ গেইটসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.১.১৫ টহলরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গেইটের বাহিরের অংশ সার্বক্ষণিকভাবে যাতে দৃষ্টি সীমায় রাখতে পারেন তার জন্য পর্যাপ্ত ফাঁক রাখতে হবে।

৬.২ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (**Internal Security**) :

৬.২.১. কেপিআইসমূহের নিরপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৬.২.২. কেপিআইসমূহে দর্শনার্থী প্রবেশের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) প্রবেশের ক্ষেত্রে পাস ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৬.২.৩. যথাসম্ভব কম সংখ্যক গেইট সম্বলিত মানসম্মত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ (VP) নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত আরেকটি বেষ্টনী নির্মাণ এবং ক্লোজসার্কিট ক্যামেরাসহ আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে হবে।

৬.২.৪. দিনে ও রাতে সশস্ত্র টহলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.৫. সীমানা প্রাচীরসহ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমসূহে (VP) রাত্রিকালে ফ্লাড লাইটের মাধ্যমে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.৬. কেপিআইসমূহে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রতিবছর জীবন বৃত্তান্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) কর্মরত মূখ্য কর্মকর্তাগণের জীবন বৃত্তান্ত এসবি, ডিজিএফআই ও এনএসআই কর্তৃক যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২.৭. কেপিআইসমূহে সার্বক্ষণিক অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃযাগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যথাযথভাবে সুরক্ষিত ও নিরাপত্তায় আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.৮. কেপিআইসমূহে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। পরবর্তীতে নির্মিতব্য সকল নতুন স্থাপনাসমূহে অভ্যন্তরীণ Fire Hydrant ও অগ্নি সনাক্তকরণসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬.২.৯. অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অতিরিক্ত সার্বক্ষণিক মজুদ রাখতে হবে।

৬.২.১০. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা (যেমন- জেনারেটর ইত্যাদি) রাখতে হবে।

৬.২.১১. কেপিআইসমূহে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের গতিবিধি ও আচরণের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৬.২.১২. কেপিআইসমূহে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড রোধকল্পে সহায়তা করতে পারে এমন তথ্য প্রকাশে বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে।

৬.২.১৩. কেপিআইসমূহে নিরবচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করতে মজুদকৃত আনুষঙ্গিক সামগ্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২.১৪. দাহ্য বস্তুসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.১৫. কেপিআইয়ের নিরাপত্তা সম্পর্কে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক সার্বক্ষণিক নজরদারীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.১৬. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) দরজা-জানালাসহ সকল অবকাঠামো মজবুতভাবে নির্মিত ও সুরক্ষিত হতে হবে এবং ব্যবহৃত সকল তালা এবং চাবি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.২.১৭. গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির কার্যপ্রণালীর নির্দেশনা সম্বলিত নামফলক সরিয়ে ফেলতে হবে।

৬.২.১৮. জরুরি মুহূর্তের জন্য এলার্মের ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় সনাক্তকরণ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.১৯. গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.২০. জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রস্তত রাখতে হবে।

৬.২.২১. কতর্ব্যরত নিরাপত্তা কর্মকর্তাগণ প্রাত্যহিক ঘটনাসমূহ নোট বইয়ে লিপিবদ্ধ করবেন।

৬.২.২২. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে প্রবেশের ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তি এবং বহনকৃত সকল জিনিসপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.২৩. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) : কেপিআইসমূহের গেইটে একটি দর্শনার্থী নিবন্ধন বই থাকবে যেখানে সকল দর্শনার্থীর বিবরণ, আগমন ও বহির্গমনের সময়, আগমনের কারণ, সাক্ষাৎদানকারীর নাম ও পদবি, দর্শনার্থীর স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করার বব্যস্থা থাকবে।

৬.২.২৪. ফটকে প্রবেশকারী/দর্শনার্থীদের যথাসম্ভব মেটাল ডিটেকটর, আর্চওয়ে মেশিন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের দ্বারা দেহ তল্লাশিসহ ব্যাগ/বই ও অন্যন্য জিনিসপত্র (ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে) স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা চেক করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল দ্রব্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় তা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৬.২.২৫. নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোন প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনা ধরনের অস্ত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা অস্ত্র অথবা কোনো প্রকার বিস্ফোরকদ্রব্য কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বসহ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলের জন্য ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র এ নিষেধজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

৭.'১খ' শ্রেণী

'১খ' শ্রেণীর কেপিআইসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর প্রতিস্থাপনযোগ্য হলেও তা দেশের যুদ্ধ কিংবা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বা জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

'১খ' শ্রেণীভুক্ত কেপিআইয়ে নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা :

৭.১ **বহিঃনিরাপত্তা (External Security) :**

৭.১.১ কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীর হতে ১৫(পনের) মিটারের মধ্যে ভূগর্ভস্থ পয়ঃ নিষ্কাশন লাইন/সুড়ঙ্গপথসহ যে কোনো স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির মতামত/ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৭.১.২ কেপিআইসমূহের উপর দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইন টানা বা কোনো ফ্লাইওভার নির্মাণ করা যাবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য কেপিআইডিসির নিকট পাঠাতে হবে।

৭.১.৩ কেপিআইসমূহের চতুর্দিকে নিকটস্থ দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত সুউচ্চ ইমারত/স্থাপনাসমূহ যেখান থেকে গোপনে ছবি তোলা যায় বা আগ্নেয়াস্ত্রের লক্ষবস্তুর আওতায় পড়ে তার উপর সার্বক্ষণিক নজরদারীর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.১.৪ কেপিআইসমূহের অভ্যন্তরে মাটির নিচ দিয়ে যে কোনো ধরনের সুরঙ্গ/স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির ছাড়পত্র নিতে হবে।

৭.১.৫. সংশ্লিষ্ট কেপিআই কর্তৃপক্ষ তার সীমানা প্রাচীর হতে ১৫(পনের) মিটারের মধ্যে বিদ্যমান ইমারত/স্থাপনার কোনো ধরণের অন্তর্ঘাত/ নাশকতামূলক কার্যাবলী সংঘটিত হচ্ছে কি-না সে সম্পর্কে প্রতি ০৬(ছয়) মাস অন্তর কেপিআইডিসিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

৭.১.৬ কেপিআইয়ের চতুর্দিকে স্থাপিত সুইচ্চ ইমারত থেকে কেপিআইসমূহ সরাসরি পর্যবেক্ষণ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.১.৭ **সীমানা প্রচীর :** কেপিআইসমূহকে সুরক্ষিত রাখতে চতুর্দিকে ন্যূনপক্ষে ২.৪ মিটার (০৮ফুট) উঁচু সীমানা প্রচীর নির্মাণ করতঃ এর উপরে কমপক্ষে ০.৮৭৫ মিটার (২.৫ফুট) Y (ওয়াই) আকৃতির কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ করতে হবে।

৭.১.৮. **নিরাপত্তা বেষ্টনী :** যে সকল স্থানে সীমানাপ্রচীর নির্মাণ করা সম্ভব নয় সেখানে ১.৮ মিটার বা ২.৪ মিটার (০৬ফুট বা ০৮ফুট) ব্যবধানে খুঁটি স্থাপন করতঃ কাঁটা তারের নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খুঁটির উপরিভাগ বাইরের দিকে বাঁকানো থাকা বাঞ্ছনীয়। নিরাপত্তা বেষ্টনী মূলতঃ প্রাথমিক স্তরের ব্যবস্থা যা সহজেই কেটে, বাঁকিয়ে অথবা উপড়ে ফেলে হামাগুড়ি দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। তাই নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ সংলগ্ন এলাকা সার্বক্ষণিক পরিস্কার দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখতে হবে। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১.৯ **গেইট :** কেপিআইসমূহের গেইটের সংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখতে হবে এবং অব্যবহৃত গেইটসমূহ সীলগালা করে বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়াও—

৭.১.৯(১) গেইটসমূহ অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং সীমানা প্রাচীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতাসম্পন্ন হতে হবে। গেইটসমূহের উপরিভাগ সুরক্ষিত করতে পেরেক কিংবা তারকাঁটা স্থাপন করতে হবে।

৭.১.৯(২) অবৈধ প্রবেশ রোধে গেইটসমূহের নিম্নাংশ যথাসম্ভব ভূমির সন্নিকটে স্থাপন করতে হবে।

৭.১.৯(৩) গেইটসমূহ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে কোনভাবেই তা সরানো কিংবা উঠানো না যায়।

৭.১.৯(৪) গেইটসমূহে উন্নত মানের তালা ও শিকল ব্যবহার করতে হবে এবং ছিটকিনি মজবুতভাবে ঝালাইকৃত হতে হবে ।

৭.১.৯(৫) গেইটসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.১.৯(৬) টহলরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গেইটের বাইরের অংশ সার্বক্ষণিকভাবে যাতে দৃষ্টিসীমায় রাখা যায় তার জন্য পর্যাপ্ত ফাঁক রাখতে হবে।

৭.২ **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security) :**

৭.২.১ কেপিআইসমূহের নিরাপত্তার নিশ্চিতকল্পে প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৭.২.২ কেপিআইসমূহে দর্শনার্থীর প্রবেশর ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) প্রবেশের ক্ষেত্রে পাস ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৭.২.৩. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সীমানার চতুর্দিকে একটি বেষ্টনী নির্মাণ অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কেপিআইয়ের চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে।

৭.২.৪. দিনে ও রাতে সশস্ত্র টহলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.২.৫. ঝুঁকিপূর্ণ (VP) স্থানসমূহে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.২.৬ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এসবি ও এনএসআই কর্তৃক বিশেষ নিরীক্ষণ (ভেটিং) এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এসবি কর্তৃক নিরীক্ষণ করতে হবে।

৭.২.৭ কেপিআইসমূহে সার্বক্ষণিক অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যথাযথভাবে সুরক্ষিত ও নিরাপত্তা আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.২.৮ কেপিআইসমূহে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। পরবর্তীতে নির্মিতব্য সকল নতুন স্থাপনাসমূহে অভ্যন্তরীণ Fire Hydrant ও অগ্নি সনাক্তকরণসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭.২.৯. গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির কার্যপ্রণালী নির্দেশনা সম্বলিত নামফলক (থাকলে) সরিয়ে ফেলতে হবে।

৭.২.১০. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) দরজা-জানালাসহ সকল অবকাঠামো মজবুতভাবে নির্মিত ও সুরক্ষিত হতে হবে এবং ব্যবহৃত সকল তালা-চাবি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.২.১১. কেপিআইসমূহের নিরবচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করতে মজুতকৃত আনুষঙ্গিক সামগ্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

৭.২.১২. জরুরি মুহূর্তের জন্য এলার্মের ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় সনাক্তকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।

৭.২.১৩. গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.২.১৪. প্রাত্যহিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ নোট বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৭.২.১৫. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) : কেপিআইসমূহের গেইটে একটি দর্শনার্থী নিবন্ধন বই থাকবে যেখানে সকল দর্শনার্থীদের বিবরণ, আগমন ও বহির্গমনের সময়, আগমনের কারণ, দর্শনার্থীর স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকবে।

৭.২.১৬. ফটকে প্রবেশকারী/দর্শনার্থীদের যথাসম্ভব মেটাল ডিটেকটর, আর্চওয়ে মেশিন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের দ্বারা দেহ তল্লাশিসহ ব্যাগ/বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র (ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে) স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা চেক করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল দ্রব্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় তা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৭.২.১৭. নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের অস্ত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা অস্ত্র অথবা কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বসহ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলের জন্য ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

৮.'১গ' শ্রেণী

'১গ' শ্রেণীর কেপিআইসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ লক্ষণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশের যুদ্ধ কিংবা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বা জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরণের ক্ষতির মাত্রা '১খ' শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

'১গ' শ্রেণীভুক্ত কী পয়েন্টসমূহে নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা :

৮.১. **বহিঃ নিরাপত্তা (External Security) :**

৮.১.১ (কেপিআইসমূহের সীমানা প্রাচীর হতে ১০(দশ) মিটারের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃনিস্কাশন লাইন/সুড়ঙ্গপথসহ যে কোনো স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির মতামত/ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৮.১.২. সীমানা প্রাচীর ন্যূনতম ২.১০ মিটার (৬ফুট) উচু এবং তার উপর ০.৭০ মিটার (২ফুট) কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করতে হবে।

৮.১.৩. কেপিআইসমূহের অভ্যন্তরে মাটির নিচ দিয়ে যে কোনো ধরনের সুড়ঙ্গপথ/স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির ছাড়পত্র নিতে হবে।

৮.১.৪. কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীরের ভিতরে ও বাইরে ১.৭৫ মিটারের (৫ ফুটের) মধ্যে অবস্থিত গাছপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

৮.১.৫. কেপিআইয়ের অভ্যন্তর থেকে বাইরের সবকিছু দৃষ্টিগোচর/দৃশ্যমান হওয়ার জন্য গেইট সংলগ্ন একটি গেইট হাউজ (জানালাসহ) এবং চতুর্দিকে উচু নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ করতে হবে।

৮.১.৬. ন্যূনতম ভৌত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সীমানা প্রাচীর এবং সীমানা প্রাচীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতাসম্পন্ন মজবুত গেইট নির্মাণ করতে হবে।

৮.১.৭. প্রয়োজন অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট/কক্ষ সিসিটিভির মাধ্যমে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২ **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security) :**

৮.২.১ প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৮.২.২ কেপিআইডিসির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার সমন্বয়ে নিরাপত্তা কমিটি গঠন করতে হবে। ৬ (ছয়) মাস অন্তর নিরাপত্তা বিষয়ে উক্ত কমিটি বৈঠক করবে। সংশ্লিষ্ট কেপিআইর নিয়োগকৃত কর্মচারী দ্বারা নিরাপত্তা টিম গঠন করতে হবে যা সার্বক্ষণিকভাব নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

৮.২.৩. গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮.২.৪. শুধুমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) প্রবেশ সংরক্ষিত রাখতে হবে।

৮.২.৫. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) পৃথক নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করতে হবে।

৮.২.৬. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর (Periodically) ভেটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২.৭. যে কোনো দুর্ঘটনা রোধে পানি, বিদ্যুৎ গ্যাস ও স্যুয়ারেজ লাইন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.৮. প্রয়োজনীয় অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা ও পর্যায়ক্রমে স্থাপনার সকলকে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২.৯. প্রয়োজনে বহিঃ ও আন্তঃ যোগাযোগের নিমিত্ত মোবাইল ফোন, ওয়াকিটকি বা ইন্টারকমের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২.১০. বৈদ্যুতিক বিপদ সংকেতের ব্যবস্থা থাকাসহ মাঝে মাঝে মহড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্যাস লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.১১. নিরাপত্তা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুমোদিত প্রশিক্ষণ স্কুল (এনএসআই, ডিজিএফআই, এসএসএফ ও এসবি) কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২.১২. কেপিআইয়ের প্রতিটি কক্ষের চাবি নির্ধারিত কীবক্সে জমা থাকবে। চাবি জমা/গ্রহণের সময় জমাদানকারী/গ্রহণকারীর স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করতে হবে। ডুপ্লিকেট চাবি নির্ধারিত কীবাক্সে যথানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.২.১৩. সংশ্লিষ্ট কেপিআই কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কেপিআইয়ের ছবি/ফটোগ্রাফ ধারণ করা যাবে না।

৮.২.১৪. সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ জারি করবে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবে।

৮.২.১৫. যে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা রোধে/জরুরি প্রয়োজনে Evacuation Plan থাকতে হবে।

৮.২.১৬. কেপিআইয়ের প্রধান ফটকসহ প্রয়োজন অনুযায়ী চতুর্দিকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন করতে হবে।

৮.২.১৭. নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড রোধকল্পে কেপিআই সম্পর্কে যে কোনো ধরনের তথ্য প্রচার/প্রকাশ এর ক্ষেত্রে সতর্কতা/সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.১৮. কেপিআই এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮.২.১৯. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) : প্রবেশকারী অতিথির নাম, ঠিকানা, আগমন ও প্রস্থানের সময়, উদ্দেশ্য এবং সাক্ষাৎ প্রার্থীর নাম/পদবি ইত্যাদি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার/কম্পিউটারে লিপিবদ্ধসহ তা সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.২.২০. ফটকে প্রবেশকারী/দর্শনার্থীদের যথাসম্ভব মেটাল ডিটেকটর, আর্চওয়ে মেশিন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের দ্বারা দেহ তল্লাশিসহ ব্যাগ/বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র (ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে) স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা চেক করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল দ্রব্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় তা ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৮.২.২১. নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের অস্ত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা অস্ত্র অথবা কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বসহ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলের জন্য ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

৯. '২য়' শ্রেণী

২য় শ্রেণীর কেপিআইসমূহের কার্যক্রম ও পণ্যসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশের যুদ্ধ কিংবা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বা জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এ ক্ষতির মাত্রা বেশি হয়।

৯.১. বহিঃ নিরাপত্তা (External Security) :

৯.১.১. সীমানা প্রাচীর ন্যূনতম ১.৭৫ মিটার (৫ ফুট) উঁচু এবং তার উপর ০.৭২ মিটার (২ ফুট) কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করতে হবে।

৯.১.২. সীমানা প্রাচীর থেকে ৭ মিটারের মধ্যে যে কোনো নতুন ইমারত, আন্ডার গ্রাউন্ড স্যুয়ারেজ বা অনুরূপ টানেল নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির ছাড়পত্র গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯.১.৩. কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীরের ভেতরে ও বাইরে ১.৪০ মিটারের (৪ ফুটের) মধ্যে অবস্থিত গাছপালা কেটে পরিস্কার করতে হবে।

৯.১.৪ কেপিআইয়ের অভ্যন্তর থেকে বাইরের সবকিছু দৃষ্টিগোচর/দৃশ্যমান হওয়ার জন্য গেইট সংলগ্ন একটি গেইট হাউজ (জানালাসহ) এবং চতুর্দিকে উচ্চ নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ করতে হবে।

৯.১.৫. প্রয়োজন অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট/কক্ষ সিসিটিভির মাধ্যমে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security) :

৯.২.১. কেপিআই-য়ে নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৯.২.২. কেপিআইডিসির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার সমন্বয়ে নিরাপত্তা কমিটি গঠন করতে হবে। ছয় মাস অন্তর নিরাপত্তা উক্ত বিষয়ে কমিটি বৈঠক করবে। সংশ্লিষ্ট কেপিআইর নিয়োগকৃত কর্মচারী দ্বারা নিরাপত্তা টিম গঠন করতে হবে যা সার্বক্ষণিকভাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

৯.২.৩. গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (V P) নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯.২.৪. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (V P) নিরাপত্তার জন্য চতুর্দিকে ফেন্সিং করতে হবে।

৯.২.৫. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর (Periodically) ভেটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২.৬ যে কোনো দুর্ঘটনা রোধে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও স্যুয়ারেজ লাইন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা নিশ্চিত করবে।

৯.২.৭. প্রয়োজনীয় অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা ও পর্যায়ক্রমে স্থাপনার সকলকে অগ্নি নির্বাপণ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২.৮. প্রয়োজন অনুসারে বহিঃ ও আন্তঃ যোগাযোগের নিমিত্ত মোবাইল ফোন, ওয়াকিটকি বা ইন্টারকম এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২.৯. বৈদ্যুতিক বিপদ সংকেতের ব্যবস্থা থাকাসহ মাঝে মাঝে মহড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্যাস লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯.২.১০. নিরাপত্তা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে অনুমোদিত প্রশিক্ষণ স্কুল (এনএসআই, ডিজিএফআই,এসএসএফ ও এসবি) থেকে পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২.১১. কেপিআইয়ের প্রতিটি কক্ষে চাবি নির্ধারিত কী বক্সে জমা থাকবে। চাবি জমা/গ্রহণের সময় জমাদানকারী/গ্রহণকারীর স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৯.২.১২. সংশ্লিষ্ট কেপিআই কর্তপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কেপিআইয়ের ছবি/ফটোগ্রাফ ধারণ করা যাবে না।

৯.২.১৩. সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ জারী করবে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা প্রদান করবে।

৯.২.১৪. যে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা রোধে/জরুরি প্রয়োজনে Evacuation Plan থাকতে হবে।

৯.২.১৫ কেপিআইয়ের প্রধান ফটকসহ প্রয়োজন অনুযায়ী চতুর্দিকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন করতে হবে।

৯.২.১৬. নাশকতামূলক কর্মকান্ড রোধকল্পে কেপিআই সম্পর্কে যে কোনো ধরনের তথ্য প্রচার/ প্রকাশ এর ক্ষেত্রে সতর্কতা/ সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯.২.১৭. ভবন নির্মাণে মজবুত অবকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।

৯.২.১৮. কেপিআই এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯.২.১৯. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) : প্রবেশকারী অতিথির নাম, ঠিকানা, আগমন ও প্রস্থানের সময়, উদ্দেশ্য এবং সাক্ষাৎ প্রার্থীর নাম/পদবি ইত্যাদি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার/ কম্পিউটারে লিপিবদ্ধসহ তা সংরক্ষণ করতে হবে।

৯.২.২০. ফটকে প্রবেশকারী/দর্শনার্থীদের যথাসম্ভব মেটাল ডিটেকটর, আর্চওয়ে মেশিন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের দ্বারা দেহ তল্লাশিসহ ব্যাগ/বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র (ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে) স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা চেক করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল দ্রব্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় তা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৯.২.২১. নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের অস্ত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা অস্ত্র অথবা কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বসহ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলের জন্য ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

১০. কেপিআই হতে অন্যান্য স্থাপনার দূরত্ব নির্ধারণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াবলী :

কেপিআই হতে অন্যান্য স্থাপনার দূরত্ব নির্ধারণে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অনুসরণ করতে হবে:

১০.১. কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীর হতে সংবিধিবদ্ধ দূরত্বের মধ্যে ইতঃপূর্বে যে সমস্ত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং যে সমস্ত ভবন অপসারণ সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেপিআই নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভবনসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতঃ নিরাপত্তা নজরদারী ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। কেপিআই নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে পূর্বে নির্মিত ভবন মালিকগণ দরজা জালানাসহ ভবনের অবকাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য থাকবেন।

১০.২. জনস্বার্থে নতুন কোনো কেপিআই তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে সীমানা প্রাচীর হতে সংবিধিবদ্ধ দূরত্বের আওতাধীন ভূমি/স্থাপনাসমূহ কেপিআইডিসির সুপারিশক্রমে অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বিদ্যমান কেপিআইয়ের সংবিধিবদ্ধ দূরত্বে যে সকল জমির মালিকগণ অপরিহার্য কারণে কেপিআইডিসিতে ভবন নির্মাণের ছাড়পত্র গ্রহণে অপারগ হয়েছেন সে সকল জমি কেপিআইডিসির অনুমোদনক্রমে সরকারকে অধিগ্রহণ করতে হবে।

১০.৩. এখন থেকে নতুন কেপিআই নির্মাণকালে এর নিজস্ব সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ২৫ মিটার, ১ক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ২০ মিটার, ১খ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ১৫ মিটার, ১গ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ১০ মিটার এবং ২য় শ্রেণীর ক্ষেত্র ০৭ মিটার ন্যূনতম দূরত্ব রেখে কেপিআইয়ের মূল স্থাপনা তৈরী করতে হবে।

১১. কেপিআইসমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মকর্তার কর্তব্য :

কেপিআইয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবেন :

১১.১. গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর এবং হালনাগাদসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

১১.২. কেপিআইতে নিয়োজিত সকল নিরাপত্তা কর্মীদের নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা এবং সতর্কতা বৃদ্ধিসহ নিরাপত্তা এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন । এ ছাড়াও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধসহ অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সময়ে সময়ে স্থানীয় পুলিশ বিভাগ বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জগণের সাথে মত বিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

১১.৩. কেপিআইসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল সদস্যকে জ্যেষ্ঠ সদস্যগণ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর প্রয়োজনীয় পরামর্ম ও প্রশিক্ষণ দেবেন।

১১.৪. অগ্নিকান্ড, চুরিসহ অন্যান্য অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে বিদ্যমান প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন করবেন।

১১.৫. কেপিআইসমূহে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২. কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান (VP) সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিষয়াবলী :

যখন একটি স্থাপনা বা এর অংশ বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষিত হয়, তখন সে স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী অথবা তার প্রতিনিধি নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন:

১২.১. তিনি ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য একজন জ্যেষ্ঠ কর্মচারীকে মনোনীত করবেন ।

১২.২. নিরাপত্তার দায়িত্বে মনোনীত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ প্রতিবেদন নেই - এই মর্মে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করবেন।

১২.৩. তিনি সকল সদস্যকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(১) হুমকির প্রকৃতি;

(২) হামলাকারীদের সম্ভাব্য লক্ষ্য;

(৩) হামলার সম্ভাব্য ধরন;

(৪) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ; এবং

(৫) নিরাপত্তা রক্ষার্থে মনোযোগ আকর্ষণমূলক দিকসমূহ।

১২.৪ তিনি উত্তম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান (VP)/কেপিআইসমূহকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রায়োগিক বিবেচনায় শ্রেণী বিভাজন করবেন ।

১২.৫. তিনি নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যগণ কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ স্থান/কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনো ঝুঁকি কিংবা ক্ষতিকর কোনো তথ্য থাকলে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যগণ যাতে তাকে অবহিত করে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন ।

১২.৬. তিনি বিশেষ/জরুরি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সতর্কতামূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-৭০৮৫কম(সি)—২০০ বই, ২০১৩।